



34732 - তাকদীরের প্রতিঈমানের তাৎপর্য

প্রশ্ন

তাকদীরের প্রতিঈমান বলতে কী বুঝায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাকদীর বা ভাগ্য: এ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটবে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাঁর পূর্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সবে কী নরিধারণ করে রাখাকে তাকদীর বলা হয়। তাকদীরের প্রতিঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এক:

এই ঈমান আনা যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকেটি বিষয় সম্পর্কে সমষ্টিগতভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন। তাঁর এ জানা অনাদি ও অনন্ত - তাঁর নিজ কর্ম সম্পর্কে অথবা বান্দার কর্ম সম্পর্কে।

দুই:

এই ঈমান আনা যে, আল্লাহ তাআলা লওহে মাহফুজে সবকিছু লিখে রেখেছেন।

এ দুটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তুমি কি জান না যে, নভোমণ্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে আল্লাহ সবকিছু জানেন। নিশ্চয় এসব কতিব লিখিত আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর কাছে সহজ।” [সূরা হজ্জ, আয়াত: ৭০] সহি মুসলমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন, “আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকূল সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টিকূলে তাকদীর লিখে রেখেছেন।”

তিনি আরও বলেন: “আল্লাহ তাআলা প্রথম সৃষ্টি করছেন কলম। সৃষ্টির পর কলমকে বললেন: ‘লিখি’। কলম বলল: ইয়া রব্ব! কী লিখিব? তিনি বললেন: কয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকে জনিসিরে তাকদীর লিখি।” [আবু দাউদ (৪৭০০)] আলবানি সহি আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি বলছেন।

তনি:

এই ঈমান রাখা যে, কোন কিছুই আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে ঘটবে না। হোক না সটো আল্লাহর কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট



অথবামাখলুকরে কর্মরে সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করনে এবং (যা ইচ্ছা) মনোনীত করনে।” [সূরা কাসাস, আয়াত: ৬৮] তিনি আরো বলেন: “এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা সটোই করনে” [সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ২৭] তিনি আরো বলেন: “তিনিহি মাতৃগর্ভে তমোমাদেরকে আকৃতি দান করনে যভোবে ইচ্ছা করনে সভোবে।” [সূরা আল ইমরান, আয়াত: ৬]

বান্দার কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তাদরেকে তমোমাদের উপর ক্শমতা দতিে পারতনে। যাতে তারা নশ্চিতরূপে তমোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারত।” [সূরা নসি, আয়াত: ৯০] তিনি আরো বলেন: “তমোমার রব যদি ইচ্ছা করত, তবে তারা তা করত না” [সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১১২] অতএব, সকল ঘটনা, সকল কর্ম, সকল অস্ততিব আল্লাহর ইচ্ছাই হয়। আল্লাহ যা চান সটোই হয়, তিনি যা চান না, সটো হয় না। চার:

যাবতীয় সবকছির জাত, বশৈষ্টিয়, গতি ও স্থতি সব আল্লাহর-ই সৃষ্টি।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আল্লাহ সবকছির সৃষ্টি এবং তিনি সবকছির তত্বেবধায়ক।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬২] তিনি আরো বলেন: “তিনি সবকছির সৃষ্টি করছেন এবং প্রত্যেকেকে যথোচতি আকৃতি দান করছেন।” [সূরা ফুরকান, আয়াত: ২] তিনি নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন তিনি তাঁর কওমকে উদ্দেশ্য করে বলেন: “অথচ আল্লাহই তমোমাদেরকে এবং তমোমরা যা কর তা সৃষ্টি করছেন?” [সূরা আস-সাফাত, আয়াত: ৯৬]

যে ব্যক্তি এ বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান এনছে সে তাকদীরের প্রতি সঠিকভাবে ঈমান এনছে। এতক্শণ আমরা তাকদীরের প্রতি ঈমান আনার য়ে বিবরণ দলিাম সটো কর্মরে ক্শত্রে বান্দার ইচ্ছাশক্তি থাকা ও ক্শমতা থাকার সাথে সাংঘর্ষকি নয়। বান্দার ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। বান্দা ইচ্ছা করলে কোন নকে কাজ করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে তা বর্জন করতে পারে। ইচ্ছা করলে কোন গুনাহর কাজ করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে তা বর্জন করতে পারে। শরয়িতরে দললি ও বাস্তব দললি বান্দার এ ইচ্ছাশক্তি সাব্যস্ত করে।

শরয়ি দললি হচ্ছ- আল্লাহ তাআলা বলেন: “ঐ দনিটি সত্য। অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবের নকিট আশ্রয় গ্রহণ করুক।” [সূরা নাবা, আয়াত: ৩৯]

তিনি আরো বলেন: “সুতরাং তমোমরা তমোমাদের ফসলক্শতে যভোবে ইচ্ছা সভোবে গমন কর” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২২৩] তিনি বান্দার সক্ষমতা সম্পর্কে বলেন: “অতএব, তমোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর” [সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] তিনি আরো বলেন: “আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়তিব দনে না। সে যা অর্জন করে তা তার-ই জন্য এবং সে যা কামাই করে তা তার-ই উপর বর্তাবে।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬]

এ আয়াতগুলো সাব্যস্ত করে য়ে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও ক্শমতা রয়েছে। এ দুটির মাধ্যমে সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে এবং



যা ইচ্ছা তা বর্জন করতে পারে।

বাস্তব দলিল: প্রত্যকে মানুষ জানে যে, তার ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। এ দুটোর মাধ্যমে সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে এবং যা ইচ্ছা তা বর্জন করতে পারে। মানুষ তার ইচ্ছায় সাধিত কর্ম যমেন- হাঁটা এবং তার অনিচ্ছায় সাধিত কর্ম যমেন- রোগীর কাঁপুনি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। তবে মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার অনুবর্তী। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: “যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে চায়- তার জন্য। আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন।” [সূরা তাকবীর, আয়াত: ২৮-২৯]

তাছাড়া গোট্টা মহাবর্ষি আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন। অতএব, তাঁর মালিকানাভুক্ত রাজ্যে কোনে কিছু তাঁর অজ্ঞাতসারে অথবা অনিচ্ছায় ঘট্টা সম্ভব নয়।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জাননে।

দখেুন: ‘শরহু উসুলুল ঈমান’- শাইখ উছাইমীন।